শিশু ইস্তাহার

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সকল রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে শিশুদের সম্মিলিত দাবিগুলি রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য

কেন এই শিশু ইস্তাহার

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন) ১৯৯৬ সাল থেকে শিশুর শিক্ষা অধিকারসহ সার্বিক অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। শিশুর অপুষ্টি, বিদ্যালয়ছুট শিশু, শিশুবিবাহ, শিশু শ্রমিক, শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি অবহেলা, শিশুদের অধিকার সম্পর্কে অভিভাবক তথা সমাজের ধারণা ও স্বচ্ছতার অভাবসহ নানা সমস্যা রয়েছে। ওয়েবেন বিশ্বাস করে সরকার তথা প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। সামনে এ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি ভোটারদের কাছে তাদের অবস্থান ও কর্মসূচি তুলে ধরতে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে। শিশুদের ভোটাধিকার নেই। তাই শিশুদের সমস্যাগুলি ইস্তাহারে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। বলা ভাল উপেক্ষিতই থেকে যায়। অথচ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত! জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশু। তাদের বিকাশ ও সুরক্ষায় যথাযত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। শিশুদের মতামতের গুরুত্ব সে ক্ষেত্রে অপরিসীম।

সহযোগিতায়
CHILD RIGHTS AND YOU
www.cry.org

প্রচারে ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক
৬০এ/২, ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১
দূরভাষ ঃ - ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪
ইমেল ঃ wbenwb@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ www.wben.info

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক শিশুর অধিকার সুরক্ষায় শিশুদের মতামত ও শিশুদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। শিশুদের মতামত জানতে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে জেলাস্তরে শিশু সাংবাদিক ও শিশু দল গঠন করা হয়েছে। শিশুদের মতামত সংগ্রহ করে তাদের বক্তব্য রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরা, রাজনৈতিক দলগুলি ও প্রার্থীরা শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দেবেন এবং শিশুদের দাবিগুলি রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করবেন এই প্রত্যাশা থেকেই শিশু ইস্তাহারের প্রকাশ।

শিশু ইস্তাহার তৈরির প্রক্রিয়া

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৬টি জেলায় ১৯৪ জন শিশুর সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় শিশুরা মিলিত হয়ে দলবদ্ধভাবে তাদের সমস্যা আলোচনার পর তারা বিভিন্ন দাবির কথা লিখিতভাবে জানান। বিভিন্ন জেলার শিশুরা যে দাবিগুলি তুলে ধরেছেন তা একত্র করেই এই শিশু ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। শিশুরা যে দাবিগুলি তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

শিশুদের দাবি

• স্কুল যাবার রাস্তা যেন ভাল এবং নিরাপদ হয় • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্কুল • আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রাখতে হবে • পরীক্ষার সময় যেন মাইক না বাজে • সব জায়গায় গাছ লাগানো থাকবে • বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে • বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ চাই • বিদ্যালয়ে ভাল জল চাই • বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন যেন আনন্দদায়ক হয় • মিড-ডে মিল খাওয়ানোর জায়গায় ছাউনি চাই • মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং গুণমান ভাল করতে হবে • বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে • বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে • বিপদসংকুল রাস্তায় বিদ্যালয়ে যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে • গ্রামে খেলার মাঠসহ শিশু উদ্যান থাকবে • গ্রামে গ্রন্থাগার চাই • গ্রামের ৩ থেকে ১৮ বছরের সব শিশু যেন লেখা-পড়া শেখে • ছেলে-মেয়ে আলাদা চোখে যেন দেখা না হয় • কেউ যেন শিশুশ্রমিক না হয় • গ্রামস্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার চাই • বাচ্চাদের চারপাশে যেন কেউ ধূমপান না করে • স্কুলে বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাবার যেন দেওয়া হয় • গ্রামের উৎসবের সময় যেন শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে • শিশুদের কথা শোনার সুযোগ পঞ্চায়েতে থাকবে • সব গ্রামে শিশু সুরক্ষা কমিটিকে সক্রিয় করতে হবে • পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে • প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়িত করতে হবে

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে শিশু সুরক্ষার বাস্তব অবস্থা

বাল্যবিবাহ – জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৫-১৬) অনুযায়ী দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বাল্যবিবাহের হার আমাদের রাজ্যে, ৪০.৭ শতাংশ।

শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ – ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, ২০১৬-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে। ২০১৬ সালে রাজ্যে মোট ৭০০৬ টি শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে ২১৩২ টি ঘটনা শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা। শিশু পাচারেও দেশের মধ্যে প্রথম স্থান আমাদের রাজ্যের, ৫৩.৩ শতাংশ।

বিদ্যালয় ছুট শিশু – সর্বশিক্ষা মিশনের সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্ট (২০১৬-১৭) অনুযায়ী গত দু'বছরে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে এসসি ও এসটিদের স্কুলছুটের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে প্রায় সতেরো লক্ষ শিশু ভর্তি হলেও এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এগারো লক্ষ। অর্থাৎ ছয় লক্ষ শিশু স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারছে না।

শিশু শ্রমিক – রাজ্যে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে ৩ শতাংশেরও বেশি (৩.১৬) শিশু শ্রমিক। সংখ্যার হিসেবে ৫৫০০৯২ (জনগণনা ২০১১)।

শিশুদের সুরক্ষায় এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য নিয়মিত তদারকির প্রয়োজন।

ওয়েবেনের দাবি

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের নীচে সব ব্যক্তিই শিশু। এই সনদে শিশুর নানা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও শিশু সুরক্ষার জন্য নানা আইন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শিশুর অধিকার সুরক্ষায় সচেতনতার অভাব, আইন এবং অধিকার রূপায়ণে অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯৬ সাল থেকে শিশু অকিারকে গুরুত্ব নিয়ে শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার উপর দীর্ঘ দিন কাজ করে আমাদের মনে হয়েছে শিশুদের সার্বিক বিকাশে ও সুরক্ষায় স্থানীয় সরকার পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা মনে করি পঞ্চায়েত তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে রূপায়ণ করলে শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হতে পারে।

নির্বাচিত হওয়ার পর একজন পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে তাঁর কেন্দ্রে প্রতিটি শিশু যেন সব রকমের শোষণ, নির্যাতন, অমানবিক অথবা অবমাননাকর ব্যবহার, অবহেলার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে তা দেখার দায়িত্ব সেই পঞ্চায়েত সদস্য ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের কথা মাথায় রেখে আমাদের দাবি শিশুদের অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে শিশুদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে।

বেঁচে থাকার অধিকার

- জীবনের অধিকার
- স্বাস্থ্যের উচ্চতম মান
- পুষ্টি
- জীবন-যাপনের পর্যাপ্ত মান
- একটি নাম ও জাতীয়তা

বিকাশের অধিকার

- শিক্ষার অধিকার
- প্রাক-শৈশব যত্ন এবং বিকাশের জন্য সহায়তা
- সামাজিক নিরাপত্তা
- অবসর, আনন্দ এবং সাংস্কৃতিক কাজের অধিকার

সুরক্ষার অধিকার

- শোষণ থেকে সুরক্ষা
- নির্যাতন থেকে সুরক্ষা
- অমানবিক অথবা অবমাননা থেকে সুরক্ষা
- অবহেলা থেকে সুরক্ষা
- জরুরি পরিস্থিতিতে, সংঘাতের সময়ে, প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা

অংশগ্রহণের অধিকার

- শিশুর মতামতকে সম্মান জানানো
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- সঠিকতথ্য পাওয়ার অধিকার
- চিন্তা এবং বিচারের স্বাধীনতা

- সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকায় কন্যাভ্রুণ হত্যা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রমিক, শিশু পাচার, শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন, বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি নিয়ে ধারাবাহিক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতের হাতে যথাযথ আর্থিক বরাদ্দ ও সংস্থান থাকতে হবে
- বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের প্রক্রিয়া, শিশুদের মূল্যায়ন ও শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নে পঞ্চায়েতের সক্রিয় তদারকি সুনিশ্চিত করতে হবে
- এ রাজ্যে শিশু পাচার, শিশু শ্রমিক নিয়োগ ও বাল্যবিবাহ যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমস্যা, তাই গ্রামস্তরে সামুদায়িক সক্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ-বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে। গ্রাম থেকে যখনই কোনও শিশু কোনও কারণে বাইরে কোথাও যাবে, তা যেন অতি অবশ্যই যথাযথভাবে নথিভুক্ত হয়। বাল্যবিবাহের আগাম খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়।

ওয়েবেনের প্রস্তাব

শিশু সুরক্ষার স্বার্থে যে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে ঃ

- শিশু অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে উপলব্ধি করা এবং অন্যদের মধ্যে সেই সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নিয়মিতভাবে গ্রামসভায় শিশুর অধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা
- সব পঞ্চায়েত মিটিং– এ এবং গ্রাম সভায় শিশু সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা
- গ্রামে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করা
- প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যকেই সব সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে হবে যাতে প্রয়োজন হলে শিশু এবং তার পরিবারকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা সম্ভব হয়।
- নিজের কেন্দ্রের শিশুদের সুরক্ষার প্রয়োজনে যাঁদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলা প্রয়োজন তাঁরা হলে পুলিশ, পঞ্চায়েত সচিব, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সমুদয় উন্নয়ন আধিকারিক অথবা সমুদয় উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত আধিকারিক, জেলাশাসক, চাইল্ড লাইন (১০৯৮)।
- শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা এবং রিপোর্ট প্রকাশ করা।

প্রকাশকাল ঃ ১২ এপ্রিল ২০১৮

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক, ৬০এ/২, ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত